মধ্যপ্রাচ্যে পালা-বদলের ইঙ্গিত

লিখেছেন **জামান আরশাদ**

মধ্যপ্রাচ্যে আবার পালাবদলের ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতারা দীর্ঘ ৪ বছর পর মুখোমুখি বসেছেন। আলোচনায় তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে সব ধরনের সামরিক তৎপরতা পত্রপাঠ বন্ধ করার অঙ্গীকার করেছেন। আলোচনায় যেসব বিষয়ের সমাধান হয়েছে বলে ধরে নেয়া হচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ইসরায়েলের কারাগার থেকে ৯০০ ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেয়া, ফিলিস্তিনের পাঁচটি শহর থেকে সেনা প্রত্যাহার এবং শীর্ষস্থানীয় ফিলিস্তিনি জঙ্গি নেতাদের ইহুদি আঁততীয় দিয়ে হত্যা না করার প্রতিশ্রুতি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, মিসরে অনুষ্ঠিত শীর্ষ বৈঠকের যাবতীয় তাৎপর্য যদি এটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সেটাও মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ ফিলিস্তিনি জনগণের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাতের রাষ্ট্রপতির সময় ইসরায়েল ফিলিস্তিনি নেতৃত্বের সঙ্গে সব ধরনের আলোচনার দরজা বন্ধ করে কেবল আগ্নেয়াস্ত্রের নল উন্মুক্ত করে রেখেছিল। এর ফলশ্রুতিতে মারা পড়ে নারী-শিশুসহ কয়েক হাজার মানুষ। সে হিসেবে আরাফাতের প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ আব্বাস ওরফে আবু মাজেনের সঙ্গে শ্যারণ সরকার শুধু গঠনমূলক আলোচনাই করেনি, পরবর্তী আলোচনার জন্যও ইসরায়েল তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এটা অবশ্যই পালাবদলের ইঙ্গিত, এটা শান্তির পথে তাদের পা বাড়ানো।

তবে এটুকুই যথেষ্ট নয়। এই সূচনাও পর্যাপ্ত নয়। সমস্যার কালো মেঘে আজ ফিলিস্তিনের আকাশে আচ্ছন্ন। আরো যেসব সমস্যা রয়েছে তার সমাধান রাতারাতি হওয়া সম্ভব নয়। অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখন্ড থেকে ইহুদি দখলদারদের অপসারণের কন্টকিত প্রসঙ্গটি রয়ে গেছে। শ্যারনের নিজের দল লিকুদ পার্টি এবং সব ডানপন্থি দল দখল করা ফিলিস্তিনি ভূমির কিছুমাত্র ছাড়তে রাজি নয়। এছাড়া রয়েছে ফিলিস্তিনি গ্রামগুলো থেকে ইসরায়েলি সৈন্যদের সম্পূর্ণ অপসারণের প্রসঙ্গ। ফিলিস্তিনি এলাকা থেকে ইহুদি সৈন্য পুরোপুরি প্রত্যাহার করা না হলে ফিলিস্তিনি সার্বভৌমত্বের ধারণাটি পরিহাসময় প্রহসন হয়ে পড়ে। রয়েছে বার্লিন প্রাচীরের চেয়ে উঁচু দেয়ালটি চূর্ণ করার প্রশ্ন, যা ভাগ করে রেখেছে ইহুদি ও আরব জনগোষ্ঠীকে। অন্যদিকে ফিলিস্তিনি শিবিরে রয়েছে হামাসের মতো জঙ্গি গোষ্ঠী। হামাসকে বাগে আনা মাহমুদ আব্বাসের জন্য আপাত দৃষ্টিতে কঠিন। আব্বাসের যুদ্ধবিরতি প্রচেষ্টাকে সমর্থন করলেও হামাস ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে একেবারেই সম্মত নন। ইহুদি রাষ্ট্রের ধ্বংসই তাদের একমাত্র সংকল্প। তারা এ ধারণা থেকে কখনো পিছিয়ে যায়নি, বরং যতই তাদের নেতা শেখ ইয়াসিন, আব্দুল আজিজ রানতিসিকে হত্যা করা হয়েছে; ততোই ইহুদি নিধনে তাদের সংকল্প আরো দৃঢ় হয়েছে। আলোচনায় শ্যারন এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি যে হামাস জঙ্গিরা ইসরায়েলের সাধারণ জনগণের ওপর আত্মঘাতী হামলা চালালে তারা ফিলিস্তিনি বসতিতে ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি এমনকি যুদ্ধবিমান পাঠাবেন না। রয়েছে লেবাননসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশগুলোয় উদ্বাস্তু হিসেবে বসবাসরত লাখো ফিলিস্তিনির

BmivBj I wdwj¯‡bi `B tbZvi Kig`b

উত্তর কোরিয়ার বিস্ফোরণ

উত্তর কোরিয়া ঘোষণা করেছে তার কাছে পরমাণু বোমা রয়েছে। একই সঙ্গে তারা ছয় জাতি আলোচনায় যোগ দিতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে। উত্তর কোরিয়ার ঘোষণা একটি চমক সন্দেহ নেই। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিস্ট এই দেশটির কাছে পরমাণু অস্ত্র আছে বলে সন্দেহ করেছিল এবং তাদের পরমাণু অস্ত্রের সমস্যা সমাধানে ছয় জাতির আলোচনায় যোগ দিতে আহ্বান জানায়। কিন্তু উত্তর কোরিয়া কোনো বহুপাক্ষিক আলোচনায় অংশ নিতে রাজি হয়নি। তারা বলেছে, সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসতে। কিন্তু ওয়াশিংটন বারবার বলেছে, কোরীয় উপদ্বীপে পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতা এটা ওই অঞ্চলের সবার সমস্যা। এ জন্য আলোচনায় চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার থাকা দরকার। কিন্তু সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, উত্তর কোরিয়া এ রকম আলোচনায় যোগ দিতে অপারগ।

পরমাণু অস্ত্র আছে, উত্তর কোরিয়ার এ ঘোষণার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই। কারণ দেশটি চরম দরিদ্র। খাদ্য সমস্যা প্রকট। চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। মানবাধিকার বলতে কোনো ধারণাই নেই পিয়ংইয়ং সরকারের। তাদের লাল ঝাণ্ডা টিকিয়ে রাখার জন্য পরমাণু অস্ত্র তৈরি প্রয়োজন ছিল। তারা তা করেছে। এর ভেতর

দিয়ে তারা যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চায়। তবে এই মুহূর্তে ওয়াশিংটন উত্তর কোরিয়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে বা তাদের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না সেটা আরেকটি বিষয়। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইজ স্পষ্ট বলেছেন, উত্তর কোরিয়া আক্রমণের কোনো পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের নেই। সে ক্ষেত্রে ওয়াশিংটন উত্তর কোরিয়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছে না।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, কোরীয় উপদ্বীপে আরেকটি যুদ্ধ এই মুহূর্তে বা আগামী এক দশকের মধ্যেও হওয়ায় আশঙ্কা নেই। কারণ উত্তর কোরিয়া মুখে যতই বলুক, আসলে তারা কোনো যুদ্ধ চায় না। যুদ্ধ করার মতো সামর্থ্য তাদের নেই একটি বা দুটি পরমাণু অস্ত্র ছাড়া। আসলে তারা পরমাণু অস্ত্র তৈরি করেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে, নিজেদের লাল ঝাণ্ডাকে নিরাপদ রাখতে। কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হিসেবে যাতে তারা টিকে থাকতে পারে তা নিশ্চিত করতে।

আর একটি বিষয়, উত্তর কোরিয়া তার একগুঁয়েমি দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বিপুল সহায়তা পেয়ে থাকে। পিয়ংইয়ং যখন কোনো আলোচনায় রাজি হয় না তখন যুক্তরাষ্ট্র তাদের গোপনে খাদ্য ও অর্থ সহায়তা দেয়। তখন নমনীয়তা দেখায় পিয়ংইয়ং। পরমাণু অস্ত্রের ঘোষণা দিয়ে কমিউনিস্ট উত্তর কোরিয়া এমন কিছু সুবিধা আদায় করে নিতে চায়। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জন হাওয়ার্ড যথার্থই বলেছেন, পিয়ংইয়ংয়ের এ ঘোষণার মধ্যে যথেষ্ট চটকদারি আছে।

দেশে ফেরার প্রসঙ্গটি। তাদের অনেকে ১৯৪৮ সাল থেকে, অনেকে ১৯৬৭ সাল থেকে ভিটেমাটি ছাড়া। ফিলিস্তিন যদি স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র একদিন হয়, তাহলে আশপাশের দেশে ছড়িয়ে থাকা উদ্বাস্তুদের অবশ্যই দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে।

তারপরও এবারের শীর্ষ বৈঠকটিকে স্বাগত জানাতে হবে। কারণ এই প্রথমবারের মতো আলোচনা অনুষ্ঠানে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী শ্যারনের আগ্রহ দেখা গেছে। শ্যারনকে বুঝতে হবে, আজকের যে সমস্যার মধ্যে ফিলিস্তিনিরা রয়েছে, যে সমস্যা তাদের তৈরি নয়, তার সমস্যার শিকার মাত্র। জোরপূর্বক ফিলিস্তিনিদের উৎখাত করে ইসরায়েলি রাষ্ট্র পত্তনের কারণেই এ সমস্যা। অতএব, এর সমাধানের ক্ষেত্রেও মূল দায় ইসরায়েলের হওয়া উচিত। এখন উভয় পক্ষের মধ্যে সংযম ও শুভবুদ্ধিই পারে দীর্ঘদিনের রক্তাক্ত এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ একটা পথ তৈরি করতে। আপাতত শ্যারন ও আব্বাসের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানানো যায়।